জয়বাংলা
ঢাকা বুধবার ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ইং

তারিখ 19 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে দেশের উপজেলা পর্যায়ে আইসিটি ভবন নির্মাণ

স্টাফ রিপোর্টার

বর্তমান সরকার ঘোষিত ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে দেশের উপজেলা পর্যায়ে 'আইসিটি ট্রেনিং এ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)' ভবন নির্মাণের কাজ আগামী নভেম্বর মাস থেকে শুরু হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন ফান্ড (ইডিসিএফ)-এর সহজ শর্তের ঋণ এবং বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অনুদানে প্রথম পর্যায়ে দেশের ১২৮টি উপজেলায় এ ভবন নির্মাণ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ব্যানবেইস। প্রকল্পের মেয়াদ আগস্ট ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত। এ প্রসঙ্গে ব্যানবেইস এবং এই প্রকল্পের পরিচালক আহসান আব্দুল্লাহ বলেন, শিক্ষা সেক্টরে ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে আইসিটি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্লাগশীপ প্রকল্পের অধীন এ কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এলজিআরডি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১২৮টি উপজেলাতেই ৫ কাঠা করে জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 'আগামী নভেম্বরেই কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হবে,' বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ৫২ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ৪২৬.৪০ কোটি টাকা) এ প্রকল্পে ইডিসিএফ নামমাত্র দশমিক শূন্য এক পার্সেন্ট (০.০১%) ইন্টারেস্টে ৩৯ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩২০ কোটি টাকা) ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। বাকি ১৩ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ১০৬.১৫ কোটি টাকা) বাংলাদেশ সরকার অনুদান হিসাবে দিচ্ছে। ইডিসিএফ'এর এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে ৪০ বছরে। এর মধ্যে আবার প্রথম ১৫ বছর রয়েছে গ্রেস প্রিয়ড। তিনি বলেন, প্রথম পর্যায়ের কাজে ইডিসিএফ সন্তুষ্ট হলে পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য উপজেলাতেও তাদের অর্থ

>পৃষ্ঠা ৭ দেখুন

তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ

সহায়তায় ইউআইটিআরসিই ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পরিচালক বলেন, প্রকল্পের অর্থায়নে ৪ তলা ভবনের ফাউন্ডেশনসহ আপাতত দুই তলা সম্পন্ন করা হবে। ভবনের নিচতলায় থাকবে উপজেলা শিক্ষা অফিস, আইসিটি কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষ ও বিশ্রাম কক্ষ। দ্বিতীয় তলা হবে আইসিটি সেন্টার। সেখানে ২৫টি কম্পিউটার নিয়ে একটি ল্যাব ও ৫টি কম্পিউটার সমন্বয়ে একটি সাইবার ক্যাফে থাকবে। তিনি বলেন, তৃণমূল পর্যায়ের প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের আইসিটি শিক্ষা প্রদানের জন্য ইন্টারনেটসহ আধুনিক সকল সুবিধা থাকবে এই ল্যাব ও সাইবার ক্যাফেতে। এ ভবনেই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় লাইব্রেরির জন্য নিজস্ব অর্থায়নে তৃতীয় তলা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিজস্ব অফিসের জন্য চতুর্থ তলা তৈরি করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক উপজেলা থেকে ৬ জন করে কম্পিউটার শিক্ষক নির্বাচন করে তাদের এসব সেন্টারে এনে আরো উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যেন তারা নিজ উপজেলায় গিয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন। এছাড়া এসব সেন্টারে উপজেলা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

তিনি বলেন, নির্মিতব্য এসব রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকল তথ্য সরবরাহের জন্য স্থানীয় সাইবার সেন্টার ও স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র (ইএমআইসি) স্থাপন করা হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক কোর্স সংযোজন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাল্টিমিডিয়া ভিত্তিক কোর্সের উন্নয়ন এবং ইএমআইসি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রয়োজনে কোরিয়াতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে। আর এর সবই এই প্রকল্পের অর্থায়নে করা হবে। তিনি বলেন, তথ্য আদান-প্রদানের জন্য এসব সেন্টারের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডসহ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে শক্তিশালী নেটকয়ার্ক স্থাপন করা হবে।